ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৭০৭

আগরতলা,২৭ জানুয়ারি,২০২৪

রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমাদের রাজ্যের গর্ব

রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমাদের রাজ্যের গর্ব। গতকাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, প্রতিবছরই জনজাতি কল্যাণ দপ্তর প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে মহকুমা, জেলা ও রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর জনজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে রাজ্য সরকার রাজ্যের জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জনজাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং তা রূপায়ণ করছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নাম তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য এবং টিটিএএডিসির আসন সংখ্যা ২৮ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণে রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ১২টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ব্রু শরণার্থীদের ২৩ বছরের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী রিসাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১৯ সালে রাজ্যের প্রখ্যাত রসেম যন্ত্রশিল্পী প্রয়াত থাঙ্গা ডার্লংকে, ২০২০ সালে বেণীচন্দ্র জমাতিয়াকে, ২০২১ সালে মত্যরাম রিয়াংকে এবং ২০২৩ সালে এন সি দেববর্মাকে (মরণোত্তর) ও বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াকে, ২০২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা (চিত্ত মহারাজ) ও স্মৃতিরেখা চাকমাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের ককবরক ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হথাই কতর, গন্ডাছড়ার নাম গন্ডাতুইসা এবং আঠারোমুড়া পাহাড়ের নাম হাচুক বেরেম নামে নামকরণ করা হয়েছে।

২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার আর্থসামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নে স্পেশাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ফর ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ইন ত্রিপুরা আন্ডার এনএলএফটি (সারেন্ডার) প্রকল্পে ১০০ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। জনজাতি এলাকায় বসবাসকারী যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং রাজ্যে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার ২০২১-২২ সালে চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর সারা রাজ্যে লোয়ার কিন্ডারগার্টেন থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশন ফর এলিমেন্টারি ক্লাসেস নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৪১৩টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ১০ হাজার ১৩৮ জন ছাত্রছাত্রীকে কোচিং দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের গুণগত ও উন্নত শিক্ষা প্রদানে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে মোট ৪টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ছিল। ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আরও ১৭টি নতুন একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। যাতে মোট ৮,১৬০ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রী পড়াশুনার করার সুযোগ পাবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব কে শশীকুমার, এডিসির সিইও সি কে জমাতিয়া, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এস প্রভু প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লোকনৃত্য দল, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সিপাহীজলা জেলার লোকনৃত্য দল এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে খোয়াই জেলার লোকনৃত্য দল। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ী দলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

*****